ভুল সুকোমল

সুকোমল রায় চৌধুরী

সপ্তরের কবিতা প্রকাশনী
১৮/১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড
কোলকাতা-১৪

সুকোমল রায় চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

প্রচ্ছদ : কমল সাহা

প্রকাশনা : কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় অজয় নাগ
সত্তরের কবিতা প্রকাশনী
৯৮/১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড
কোলকাতা-১৪

পরিবেশনা : ঋতায়ন
২২/২ এ বাগবাজার স্ট্রীট কোলকাতা-৩

মুদ্রণ : ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কোলকাতা-৯

স্বনামধন্য শিল্পী

শ্রীশর্বরী রায়চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এক গ্লাস জল/নয়/এত রাতে যাজ্ঞিকারা নতজানু
চোখ বুজেআসে/দশ/চোখ বুজে আসে
সোনাগাছি কাছাকাছি/এগার/সোনাগাছি কাছাকাছি
ছুটে যাও, দৌড় দাও…পান্থশালা পাবে/বার/সীমার সীমানা ধ'রে ছুটে যাও,
মধ্যরাতে কুয়োর ভিতর/তের/মধ্যরাতে কুয়োর ভিতর
ভুল সুকোমল : ১/চৌদ্দ/গর্ভকেন্দ্রে অসহিষ্ণু ওকি কালপুরুষ
ভুল সুকোমল : ২/পনের/তোমার শরীর ভেঙে নিবিড় হাওয়া
কবে যেন/সতের/কবে যেন কণ্ঠ ফেটে কিছু কিছু ধ্বনি
কণ্ঠ ফেটে যে ধ্বনি/আঠার/কণ্ঠ ফেটে যে ধ্বনি ফিনকি দিয়ে পড়েছিল
মন্দিরের চূড়া থেকে শৃঙ্খলিত ধ্বনি/উনিশ/মন্দিরের চূড়া থেকে…
দণ্ড দাও/কুড়ি/বসত বাড়ীটা থেকে সুদীর্ঘ আহ্বান
দেখে নাও/একুশ/সমুদ্র দেখার আগে নীল চোখে দেখে নাও
যে কোন মাটিতে/বাইশ/যে কোন মাটিতে দেহ রেখে
এভাবে মাটির কাছে/তেইশ/এভাবে মাটির কাছে সমস্ত প্রণাম জমা রেখে
মাটিতে বুক রাখতেই/চব্বিশ/মাটিতে বুক রাখতেই মৃদু নিস্বন
আমার শরীর ছুঁয়ে/পঁচিশ/আমার শরীর ছুঁয়ে অন্ধ এই মাটি
নিজের মুখের আচ্ছন্নতা/ছাব্বিশ/নিজের মুখের আচ্ছন্নতা
আমার ঘুমের সুদীর্ঘ ছায়ায়/সাতাশ/আমার ঘুমের সুদীর্ঘ ছায়ায় দুই…
ভূতুড়ে প্রাসাদকক্ষে/আটাশ/ভূতুড়ে প্রাসাদকক্ষে
আমার চোখের নীচে/উনত্রিশ/আমার চোখের নীচে অকালমেঘের…
ঘোলা ঢেউ সারি সারি/ত্রিশ/ঘোলা ঢেউ সারি সারি
আকাশটাকে টুক্‌রো ক'রে/একত্রিশ/আকাশটাকে টুক্‌রো ক'রে মাঠের…
একটি মৃত্যুর জন্মলগ্নে/বত্রিশ/একটি মৃত্যুর জন্মলগ্নে
অরণ্যের ঘ্রাণের ভিতর/তেত্রিশ/অরণ্যের ঘ্রাণের ভিতর
ভ্রাম্যমান অবিরল/চৌত্রিশ/ভ্রাম্যমান অবিরল বনানীর পথ
জলতরঙ্গের শিহরণ/পঁয়ত্রিশ/হ্রদের বুকের মধ্যে সমুদ্রের ডাক
কোথায় লুকিয়ে আছ? কোন বনতলে?/ছত্রিশ/নীলিমার এত কোমলতা…
একি গঙ্গা? একি প্রবহমানতা? /সাইত্রিশ/একি গঙ্গা একি প্রবহমানতা
তবে কি…/একচল্লিশ/তবে কি পিঙ্গল বুকে অবলুপ্ত দূর প্রতিধ্বনি
সব যুগ অবসানে/বিয়াল্লিশ/সব যুগ অবসানে অমোঘ চোখের জল জানে
সূর্য ডোবা গাঢ় জলে/তেতাল্লিশ/সূর্য ডোবা গাঢ়জলে আলোড়িত আদিম…

এক গ্লাস জল

এত রাতে যাজিকারা নতজানু ক্রস আঁকে বুকে
গীর্জার গরাদে এক বল্‌কা যীশুর নিশ্বাস আট্‌কে আছে
নিশ্বাস ভেজাতে জল চাই
প্রার্থনা করার জল চাই
এক গ্লাস জল

এত রাতে যাজিকারা নতজানু
চোখের ভিতরে জল বানাবার জন্য নতজানু
রাত্রির গভীরে রাত্রি শুয়ে আছে
ঘাসের ভিতরে ঘাস
নিমগ্ন বাতাস ভারী হয়
······ক্রস হয়ে শুয়ে থাকে কাছে

এত রাতে একটি নিশ্বাস থেকে অন্য নিশ্বাসের
ব্যবধান বেড়ে গেলে
চোখ থেকে জল······ব্যবধান বেড়ে যায়
এত রাতে জল চাই
ঘুম ধুয়ে অশ্রু বানাবার জল চাই
গীর্জার ফটক্ থেকে সব দাগ
ধুয়ে ফেলবার জল চাই
গীর্জাঘণ্টা বাজে······জল চাই
এক গ্লাস জল।

চোখ বুজে আসে

চোখ বুজে আসে
জন্ম মৃত্যু আলো ছায়া নিশ্বাস প্রাক্তন
অচেনা আকাশে……নিশীথ সূর্যের অস্থির উদ্ভাস
প্যারাবোলা কক্ষপথে ভেনাসের স্তনের ডগায়
একমুঠো বুর্জোয়া উচ্ছ্বাস
ঘুমঘেরা লিবিক কণায়
অবশ্যম্ভাবী ছন্দের পতন

ঘুম দিয়ে চোখ মুছে দেখি
গভীর রাত্রির বুকে চিত্রাঙ্কিত সুরের বেদনা
তরঙ্গিত পশ্চিমের তটে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেষ্টনীর ছায়াপটে
অমোঘ রেখাব দাগ একি ?

ঘুমের অতল তলে ধুলোমাখা গার্গীর চেতনা
পরিত্যক্ত সংজ্ঞাহীন ছায়াচ্ছন্ন সমাধিতে
যাজ্ঞবল্ক্য নিরুত্তর
তৃতীয় অধ্যায় শেষে শেষ ঘণ্টা ধমনীতে
মৃদু হতে মৃদুতর স্বপ্নভাঙা স্বর
অন্তিম প্রার্থনা হয়ে অন্তর্লীন সরলরেখায়
ছলছল কান্নাঘেরা সমাপ্তির কুটিল গ্রীবায়।

সোনাগাছি কাছাকাছি

সোনাগাছি কাছাকাছি
পাশাপাশি মরমি বিচ্ছেদ
জেনে নিতে হয়
লক্ষ চোখ জল হয়ে জেনে নেয়……গভীরতা কত ?
ডুব দিতে প্রয়োজন কতটা নিশ্বাস ?
চোখ থেকে ছায়া নেমে চিবুকে আঙুল বোলায়
……দাগ থাকে নাতো

নাভির ছায়ায় হাত ধ'রে পাশাপাশি
(কস্তুরী তো নয় !)
অঙ্গুলিকা যমুনার নিবিড় তরঙ্গ
ধ'রে ধ'রে নেমে গিয়ে ডুব দিতে হয়
ডুব দিতে হয় আসলে নরম জলে
ডুবুরীর সাধ নয়, আরও কিছু
(কিছু জল জমা রেখে এস……কিছুটা নিশ্বাস)
সোনাগাছি কাছাকাছি গোধূলিকে জেনে নেয়
জেনে নিতে হয় চিকন নিশ্বাস পাশাপাশি

চোখে জল……জলে চোখ
পরস্পর গাঁথা আলপিনে
কিছুটা ডুবিয়ে রাখে
অশ্রুর গা বেয়ে নেমে আসে খানিক সময়
তবুও তরঙ্গ ধ'রে নেমে গিয়ে ডুব দিতে হয়
ডুব দিয়ে জেনে নিতে হয়
গোধূলি নিঃসৃত হ'তে আর কত বাকী ?

এগার

ছুটে যাও, দৌড় দাও ··· পান্থশালা পাবে

সীমার সীমানা ধ'রে ছুটে যাও, দৌড় দাও
জোরে আরও জোরে
হঠাৎ শহর এসে পথ হয়ে গেল
ছুটে যাও, দৌড় দাও পান্থশালা পাবে
যেখানে হারায় পথ সহস্র শপথ
হিমালয়ে ধাক্কা খায়······ফিরে আসে বিকীর্ণ বাতাস
ডেরা বাঁধে নিতান্তই সাময়িকভাবে

কতগুলি মুখের আভাস এক হয়
আভাস বললে ভুল হয়· ····আদল হয়তো
কোনদিন মুখ ছিল বোধ হয় অবিকল যমুনার মতো
(বোধ হয় জলের আদল)
সজল দর্পণে ভাসে সেই এক সীমা
সীমার সীমানা ধ'রে ছুটে যাও, দৌড় দাও
জোরে আরও জোরে
······পান্থশালা পাবে।

মধ্যরাতে কুয়োর ভিতর

মধ্যরাতে কুয়োর ভিতর
চোখ রেখে দেখ : ভরা আছে
ভরা আছে……কৃষ্ণা একাদশী রাত
চোখ থেকে ছায়া নেমে কুয়োর তলায় ডুব দিলে
ভিতর কুয়োর জল গুম্‌রে ওঠে
গুম্‌রে ওঠে সাহানার স্বর

মধ্যরাতে জলের অভাব জেনে নিয়ে
চোখ থেকে জল ঢেলে দেখ :
ভিতর কুয়োয় ভ'রে রাখা
নিজের ছায়ার আচ্ছন্নতা
ক্রমশ জলের সঙ্গে মিশে গুম্‌রে ওঠে
উঠোনে বেহাগ ছায়া……
দিগন্তের তল ঘুরে
কৃষ্ণা একাদশী রাত
ভিতর কুয়োয় ভ'রে উঠলে
গাঢ়তর জল গুমরে ওঠে
গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে।

ভুল সুকোমল : ১

গর্ভকেন্দ্রে অসহিষ্ণু ও কি কালপুরুষ না
আত্মঘাতী প্রাচীন জাতক
গর্ভকেন্দ্রে খানিক আকাশ
ঝুঁকে পড়লে
গর্ভ থেকে গর্ভের ভিতরে
এক লক্ষ ভ্রূণ অদলবদল
জন্মলগ্নের প্রার্থনা ভুল।
ভুললগ্নের প্রার্থনা নিয়ে
এত রাতে গর্ভ বদল

গর্ভকেন্দ্রে
স্বাতীতারা শুকতারা ঝ'রে পড়লে
আরো ভিতরে, গভীরে অনেক গভীরে
সঠিক ঠিকানা······সটান দৌড়ায়
এত রাতে প্রার্থনা বদল
এত রাতে গর্ভ বদল
একলক্ষ ভ্রূণ অদলবদল।

ভুল সুকোমল : ২

তোমার শরীর ভেঙে নিবিড় হাওয়া
উড়ে আসে—উড়ে আসে মানুষের কাছে
নেপথ্য আবেগ নিয়ে শুধুই হাওয়া
কেমন জন্মের কাছে ভুল হয়ে আসে

মানুষে মানুষ মিশে শরীরে শরীর
কাছাকাছি ভুল ছাড়া আর কিছু নয়
খানিক হাওয়া গেঁথে দূর নদীতীর
অনেক নিশ্বাস দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়
ঘোলা জলে ধুয়ে নিতে হয় কিছু ভয়

ঘাসের ভিতর থেকে নিবিড় হাওয়া
নিখুঁত ভুলের মতো উড়ে উড়ে আসে
যেখানে শরীর ভেঙে শিশিরের ধোয়া
স্বেদময় কিছু ভয় ঘাসে আর ঘাসে
নিশ্বাস কম্পাস ঘুরে কাছাকাছি আসে

শরীরে শরীর ঢুকে শরীরের ভার
বহুদূরে মাঠ ঘুরে চলে গেলে নিবিড় হাওয়া
মন্দির বায়ুর থেকে কিছুটা অমল
ডাকনাম ভুল হয়······ভুল সুকোমল
শরীরে শরীর ঢুকে শুদ্ধ মনীষার
নিবিড়তা গেঁথে নিয়ে বৃত্ত এঁকে যায়
ঘাসের ভিতর দিয়ে পাগলরেখায়

তোমার শরীর ভেঙে নিবিড় হাওয়া
উঠোন পেরিয়ে এসে এই কথা বলে—
'তোমার নমুনা দিয়ে তুমি ভুল অবিরল ভুল'
দিগন্তের কলস্বরে দিগন্ত বদলে
অনেক শুশ্রূষা নিয়ে নমুনা নির্ভুল
ভুল ভুল মানুষের কাছে উড়ে আসে
উড়ে আসে অসহিষ্ণু মানুষের কাছে।

কবে যেন

কবে যেন কণ্ঠ ফেটে কিছু কিছু ধ্বনি
ইলশেগুঁড়ির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল
ঢাকা পড়েছিল
বেহাগ ছায়ায় গৌতমগোত্রের নীলাভ সঙ্গীত
কবে যেন নদী আর যাত্রী
পরস্পর জায়গা বদল ক'রে সাহানার রাগে
গান গেয়ে উঠেছিল
সমুদ্র নিজের জলে মুখ দেখতে গিয়ে
অকারণ গুম্‌রে উঠেছিল
গুম্‌রে উঠেছিল সহজিয়া গোত্রেব স্পন্দন
কবে যেন চলার গতির শব্দ বেহাগের ঘ্রাণে
বড হয়ে উঠেছিল
রাত্রি নিজস্ব নিস্বনে-ডুবে গিয়ে
বারবার 'রাত্রি! রাত্রি!' ব লে ডাক দিয়েছিল
বারবার এই ডাক কণ্ঠ ফেটে
ইল্‌শেগুঁড়ির মতো ছড়িয়ে পডেছিল
কবে যেন · ···
কবে যেন······

কণ্ঠ ফেটে যে ধ্বনি

কণ্ঠ ফেটে যে ধ্বনি ফিনকি দিয়ে পড়েছিল
অঞ্জলিতে তুলে নিয়ে
মন্ত্রের নির্যাস ব'লে ভুল করেছিলে
ভুল ক'রে সমস্ত শরীর
নাভিমূলে লুকিয়ে রেখে
'কস্তুরী, কস্তুরী' ব'লে মগ্নস্বরে ডুবে গিয়েছিলে

যে-কোন ধ্বনির কাছে গোপন মৈথুনে
ডুব দিয়ে দেখেছিলে :
কস্তুরীর গন্ধেভেজা গাঢ় নীরবতা
নীরবতা······ নাভির ছায়ায় কেঁপে উঠলে
মন্ত্রের নির্যাস ব'লে ভুল করেছিলে।

মন্দিরের চূড়া থেকে শৃঙ্খলিত ধ্বনি

মন্দিরের চূড়া থেকে শৃঙ্খলিত ধ্বনি
মূহ্যমান পাহাড়চূড়ায়
সহজাত স্তবগানে আহ্বান জানালে
প্রতিধ্বনি জাগে নাতো
তবুও পাথর ভেঙে অসংখ্য জিরাফ
ঊর্ধ্বারোহী বর্ধিত গ্রীবায়
আস্তীর্ণ বেদীতে শুয়ে সহবাসী হৃদয় প্রবাসী

মন্দিরের চূড়া থেকে ঘনিষ্ঠ পাহাড়ে
শৃঙ্খলিত ধ্বনি ঘনিষ্ঠতা ছুঁড়ে দিলে
মন্দিরের তল ঘেঁষে
যেখানে অনেক জল
গভীরতা ভুল বুঝে শুয়ে থাকে নীচে
বেদীতলে অস্পষ্ট দর্পণে
প্রতিচ্ছবি জাগে নাতো

... ...

তবুও পাথর ভেঙে
বেপথু বুকের গান থেকে
শৃঙ্খলিত ধ্বনির পতন
করতলে অসংখ্য জিরাফ
স্থির স্বচ্ছতায় ভেসে সহবাসী হৃদয় প্রবাসী

দণ্ড দাও

বসতবাড়ীটা থেকে সুদীর্ঘ আহ্বান
'দণ্ড দাও'
রৌদ্রময় চূড়া থেকে বিক্ষত আজান
একমুঠ স্তব· · · · ভিক্ষা
একবুক গান······ভিক্ষা
আকাশে উধাও

বারান্দার বুক চিরে দুপুর রোদ্দুর
থামগুলি ভেঙে দিয়ে রাস্তা বরাবর
বুকে বুকে বুকের তল্লাস
বারান্দার বুক চিরে
দেয়ালে প্রতিফলিত কিসের আভাস ?
বসতবাড়ীটা থেকে রাস্তা বরাবর
দণ্ড ভিক্ষা প্রাচীন ভিক্ষুর

বসতবাড়ীটা থেকে আকাশ অবধি
একটি প্রার্থনা—'দণ্ড দাও'
বুক থেকে কল্‌জে অবধি
সব বাঁধা ছিঁড়ে ফেলে নৈঃসঙ্গ্য মেশাও
দণ্ড দাও, দণ্ড দাও।

দেখে নাও

সমুদ্র দেখাব আগে নীল চোখে দেখে নাও
হৃদয় ভেজাতে প্রয়োজন কতটা সময়
অসমাপ্ত কোলকাতা অম্লান দাঁড়িয়ে
দেখে নাও……সোনাগাছি ধাবমান দ্বিতীয়হৃদয়
দেখে নাও যমুনাব নবম ব্যথায়
সমাসীন বীয়াবের ফেনা
সোনাগাছি কাছাকাছি তিমিরপিয়াসী
নরম জলেব দাগ নির্মূল কবে না

সমুদ্র দেখার আগে দেখে নাও
দিনের গতির থেকে বুকের স্পন্দনে
কয়েক সেকেণ্ডমাত্র………তাও ঠিক নয়
বহুদূর গ্যালাক্সীতে ভুল রসায়নে
গড়িয়ে আসছে গুটিকয় সময় বলয়।

একুশ

যে কোন মাটিতে

যে কোন মাটিতে দেহ রেখে
উষ্ণতা বদলে নেবার সময়
ভারি দাগ ফুঁড়ে ওঠে
মসৃণ রোদের গায়ে বাতাসের দাগ
সরল আত্মায় মেশে সমস্ত শরীর

ভারি মাটি ভারি দাগ দাগময় উত্তরাধিকার
তমিস্রায় ডুব দিলে
মাটির উষ্ণতা নিয়ে সমস্ত শরীর
সরল আত্মায় মিশে হিরণ্ময় হয়।

এভাবে মাটির কাছে

এভাবে মাটির কাছে সমস্ত প্রণাম জমা রেখে
একবার সকল মাটির স্তর চিনে নিতে চেয়েছিলে
একবার রাস্তার বিশ্রাম
অনেক ফাটল বেয়ে ব্যথা রক্ত অন্তরালে জল হ'লে
অঞ্জলিতে তুলে নিয়ে ভিক্ষা চেয়েছিলে
সমস্ত প্রণাম জমা রেখে বলেছিলে :
'আমাকে তোমার সঙ্গে মিশে গিয়ে
সকল মাটির স্তর চিনে নিতে দাও'

এভাবে মাটির কাছে মগ্ন গেরেমাটি
আস্তীর্ণ বেদীতে শুয়ে থাকে
বেদীতলে কৃষ্ণা একাদশী রাত একতাল
মাটি হ'য়ে গেলে
সমস্ত প্রণাম জমা রেখে ভিক্ষা চেয়েছিলে
মন্দিরের সমগ্রতা হাতের তালুতে তুলে নিয়ে বলেছিলে :
'নিজের নিশ্বাস দিয়ে সকল মাটির স্তর মুছে নিতে দাও'

মাটিতে বুক রাখতেই

মাটিতে বুক রাখতেই মৃদু নিস্বন
শরীর ভিজিয়ে
বুকে রাখলে
যে যার হৃদয়ে ফিরে আসে······দোল খায়
দোল খায় কৃষ্ণা একাদশী রাত
নিজস্ব নিস্বনে 'আমি আছি, আমি আছি'
কথাগুলি দোল খায়
নিবিষ্ট মাটির নীচে
যুগান্তের জলতল
সহজ তরঙ্গে কাছে এলে
বুকে মাটি······গেরেমাটি
নিজস্ব নিস্বনে কথা বলে
কথাগুলি দোল খায়
দোল খায় অবিরল মাটির ছায়ায়

মাটিতে বুক রাখতেই ইঙ্গিত সংবৃতা
মৌন প্রার্থনার রাগিণী বাজালে
হৃদয়ে হৃদয়ে 'আমি আছি, আমি আছি'
একই কথা দুলে ওঠে
কথাগুলি দোল খায়
দোল খায় অবিরল মাটির ছায়ায়।

আমার শরীর ছুঁয়ে

আমার শরীর ছুঁয়ে অন্ধ এই মাটি
এ কোন পৃথিবী নিবিড়তা ছিঁড়ে ফেলে
আবার নিবিড় হ'তে চায়
আবার শরীর ঘুরে অদৃশ্য গ্রন্থির আঁকাবাঁকা
অন্ধমাটি নিরুপায় কম্পমান ব্যাপ্ত কুয়াশায়
মাটির অনেক নীচে কত রোল ছলছল জল
অবিরল উৎসারণে চোখের মণিতে কেঁপে ওঠে
কেঁপে ওঠে দিন অফুরান
কোন এক রাগিণীর অনন্ত সময়

আমার শরীর ছুঁয়ে জিগীষাবিশাল
এ কোন পৃথিবী আগামীর তট ছুঁয়ে বুক রাখে
বুক রাখে সরল আত্মায়……অন্ধমাটি নিরুপায়
নিবিড়তা ছিঁড়ে ফেলে আবার নিবিড হ'তে চায়
আবার মাটির স্পর্শে নিবিড রাত্রির ঘুম এলে
সঙ্গীতের গভীরতা হ'য়ে
নিজস্ব নিস্বনে ভাসে
কোন এক রাগিণীর অনন্ত সময়।

নিজের মুখের আচ্ছন্নতা

নিজের মুখের আচ্ছন্নতা
অদূর সমুদ্রে অঞ্জলি ডুবিয়ে মেশাতে চাই
তবুও নিজের মুখে নরম উষ্ণতা লুঠ হয়
লুঠ হয় সকল তীর্থের গেরেমাটি
(দূরতীর্থে মনে পড়ে নিজের মুখের পরিপাটি)
আসলে নিজের মুখে অনেক মুখের ফলশ্রুতি
সমুদ্রের আচ্ছন্নতা নিয়ে এলে
মাঝে মাঝে সমুদ্রে মেশাতে ইচ্ছে হয়

কেমন নিজের মুখে অসংখ্য মুখের ছায়া নামে
কেমন ছায়ার মধ্যে ন'ড়ে ওঠে আসন্ন সংকেত
মুহূর্তেই অনেক ছায়ার আচ্ছন্নতা
আদলে আদলে আদল হারায়

উত্তর পাহাড় থেকে ধাক্কা খেয়ে ছায়াচ্ছন্ন পথের হাওয়া
কেমন নিজের মুখে আচ্ছন্নতা নিয়ে এলে
অদূর সমুদ্রে মুখ ধুতে ইচ্ছে হয়
ইচ্ছে হয় আদল ডোবানো জলে
অঞ্জলি ডুবিয়ে সব আচ্ছন্নতা মিশিয়ে দিই।

আমার ঘুমের সুদীর্ঘ ছায়ায়

আমার ঘুমের সুদীর্ঘ ছায়ায় দুই ফোঁটা জল
বাষ্প হয়ে উড়ে গেলে
সাক্ষীহীন জন্মান্ধতা বড়ো বেশী স্পষ্ট ছায়া অস্পষ্ট সন্ধ্যায়
চোখের তারায় এ্যানাটমি……
চোখভরা কুয়াশায় বিন্দু বিন্দু ঘুমের বলয়
অন্তিম পর্যায়ে সমর্পিত
দুর্জ্ঞেয় বৃত্তের পরিধিতে

ঘুমের রহস্যকেন্দ্রে স্থির চিহ্নে নরম স্বাক্ষর
ফাটা চোখে ছলছল দৃষ্টিগলা জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেলে
চরম রাত্রির বুক জুড়ে চিত্রিত বেদনা
মাটির ছায়ায় গভীরতা জমা রাখে

আমার ঘুমের সুদীর্ঘ ছায়ায়
অপহৃত সমস্ত পৃথিবী
পৃথিবীর দেহ থেকে দূরে বহুদূরে
গামারশ্মির নগ্নতা দুহাত বাড়ালে
কালের যাত্রার ধ্বনি
এ গ্রহের ধূলা হয়ে গ্রহান্তরে ঠিকানা হারায়।

ভূতুড়ে প্রাসাদকক্ষে

ভূতুড়ে প্রাসাদকক্ষে
দু বিঘৎ তন্দ্রা ঝুলে আছে
ভূতুড়ে প্রাসাদে আমি অসহিষ্ণু প্রাসাদপ্রহরী
হেলানো তন্দ্রার কেন্দ্রে ডুব দিয়ে
অসংখ্য ছায়ার সঙ্গে চুম্বনে সঙ্গমে
ছায়া হয়ে যাই

সমস্ত প্রাসাদ জুড়ে
জায়মান আরেক অস্তিত্ব······ও কি ভূত ?
নিজের ছায়ার মধ্যে······ও কি ভূত ?
মানুষের ছদ্মবেশে······ও কি ভূত ?

ভূতুড়ে প্রাসাদকক্ষে
দু বিঘৎ তন্দ্রা ঝুলে আছে
হেলানো তন্দ্রার ছায়া ধ'রে
ভৌতিক পৃথিবী
দেয়ালে অস্পষ্ট আয়নায় ভেসে উঠলে
অসহিষ্ণু প্রাসাদপ্রহরী
আমি
পৃথিবী বদল ক'রে ছায়া হয়ে যাই।

আমার চোখের নীচে

আমার চোখের নীচে অকালমেঘের আর্তি ঘেরা
অপসৃত চৈতন্যের সুপ্ত পরিচিতি
দুখণ্ড ঘুমের মধ্যে সমর্পিত অশ্রুজলে
আমার চোখের নীচে শৈশবের ঘুম
দূরগত চৈতন্যের ধোঁয়ার আরতি
সমাধিস্তম্ভের গাত্রে বিষাদশর্বরী
দুখণ্ড মেঘের মধ্যে কবেকার আর্দ্রতায়

ভেজানো বেদনা

কিংবা বেদনায় আর্দ্র কান্না
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে নিয়ত নিষ্ক্রান্ত

ঊর্ধ্বগামী সূক্ষ্মঅনুভূতি

মেরুদেশে নীল শীতে কুঞ্চিত মেঘের
তরঙ্গরেখায় হিমভারানত বিষণ্ণ বলয়
প্রতীকবিহীন আকাশের বুকে নীল শব্দে মেশে

আমার চোখের নীচে অকালঘুমের বাষ্পঘেরা
অপহৃত নক্ষত্রের সুদীর্ঘ ভূমিকা
নির্বোধ ছায়ার মতো আত্মলীন

নিজস্ব স্বভাবে

আমার চোখের নীচে

আসমুদ্র নিঃস্বতার দীর্ঘ সমারোহে

নিঃসঙ্গ মেঘের বুকে আনত প্রার্থনা
বহমান রাত্রির ভিতর গভীর রাত্রিকে

স্বাগত জানায়।

ঘোলা ঢেউ সারি সারি

ঘোলা ঢেউ সারি সারি
বৃত্তে বৃত্তে বলয়িত সকাল সন্ধ্যায়
নির্জন নদীর বাঁকে কিছু কিছু অস্পষ্ট সংলাপ
চরম ঘূর্ণিতে এলেমেলো
চতুর্দিকে ঘোলা ঢেউ ' বৃত্তের সমাজ
ঘরহীন সাক্ষীহীন ফাটা চোখে জলে
তিলে তিলে গ'লে গিয়ে
অন্তর্হিত
স্নিগ্ধ তিলোত্তমা

সমুদ্রসংগমে অঙ্গ ডুবে গেলে
পরিধেয় ভেসে যায় স্রোতে
ঢেউএর মিছিলে ক্রমে
অস্থিরতা বাড়ে।

আকাশটাকে টুকরো ক'রে

আকাশটাকে টুক্‌রো ক'রে মাঠের 'পরে কী অন্ধকার
কী অন্ধকার কী অন্ধকার
সূর্যলুঠে কিসের ছায়া ছিনিয়ে এনে অন্ধ হিজল
একলা রাতে কিসের ভার
নিজের কাছে নিজেই আছে রুক্ষ ভিটার অন্ধকার
আদল ডোবা সজলতলে ঢেউ ভেঙে যায় চোখের তারায়
মেঘের ছায়া আল্‌গা হয়ে ছিন্ন আঁচল
লুটিয়ে পড়ে গভীররাতে ভ্রষ্ট হাওয়ায়
আকাশ থেকে অরুন্ধতী ঢেউ ভেঙে যায় চোখের তারায়

নিজের বুকে বুক রাখতে বটগাছটা থমকে আছে
যে যার কাছে নিজের ছায়া নিয়েই আছে
ঘাস ঘাসালী ঘাসের ছায়া গভীর হ'য়ে ঘনান্ধকার
ছড়িয়ে পড়ে শূন্য ছুঁয়ে মেঘ পাহাড়ে দূর কুয়াশার
ঐ দূরেতে ভূতের মতো জড়িয়ে থাকা কি দেখা যায়
ছায়ার থেকে অনেক ছায়া শিউরে ওঠে রাত বারোটায়
নিজের কাছে নিজের ছায়া জলের মতো দেখতে পাওয়া
গরাদ ধ'রে এদিক থেকে ঝুলে থাকে কান্না হাওয়া
বাতাসটাকে দু ফাঁক ক'রে ঘনিয়ে আসে কী অন্ধকার
কী অন্ধকার কী অন্ধকার !

একটি মৃত্যুর জন্মলগ্নে

একটি মৃত্যুর জন্মলগ্নে
উদাসীন শাঁখ ছুঁয়ে কি অদ্ভুত নীরবতা
সব স্বর টেনে নিয়ে বনস্থলী মেঘে মেঘে ঘোরে
অরণ্যের মৌন বৃক্ষ বুক পেতে দিলে
উদাসীন আত্মদানে আসন্ন প্রয়াণে
লক্ষ লক্ষ কাতর নিশ্বাস
খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণ শিলা মৌলিক বিষাদ
নিভন্ত শ্মশান থেকে অপার শূন্যতা
সামনে পিছনে দীর্ঘ পটভূমি

একটি মৃত্যুর জন্মলগ্নে
সদ্যচ্যুত দুধবিন্দু
নিটোল গোলত্ব ছুঁয়ে বুকের ফাটলে
দ্রুত পলায়নপর
হয়তো বা অন্তিম প্রবাসে
সহস্র রাত্রির কঠিন নীরবতায়
দৃশ্যান্তরে আলো অন্ধকারে সুদূরের অনুগামী।

অরণ্যের ভ্রূণের ভিতর

অরণ্যের ভ্রূণের ভিতর
অন্ধকুঠুরীর ঘুটঘুটে অন্ধকার   নিকষ পাথর
একাকীত্ব নির্জনতা……আমার নিশ্বাস
গভীর গভীরতম দেশে অরণ্য ভ্রূকুটি
                    দীর্ঘশ্বাসে ঋতুর প্রকাশ
অনিদ্রিত মহাক্রম বীজের ধারক
তমিস্রার মগ্ন চোখ দুটি
        বাষ্পাকুল প্রাচীন জাতক

অরণ্যের ভ্রূণের ভিতর
দূরতম অন্তস্থলে জিরো আওয়ার
                    থমকে দাঁড়ায়
অন্ধকুঠুরীর ঘুটঘুটে অন্ধকার
            স্বপ্নমেঘ পটভূমিকায়
শূন্যস্থানে অস্থিরতা……মুমূর্ষু বৃক্ষের ভয়
প্রতিবিম্ব আমার হৃদয়।

ভ্রাম্যমান অবিরল

ভ্রাম্যমান অবিরল· ····বনানীর পথ
ছায়া ফেলে রেখে অরণ্যে পালাতে চায়
পথের গভীর চিরে অরণ্যের গভীরতা
গাছে গাছে হাজার রেখায়
অসম্পূর্ণ বৃত্তের সংগৎ

অনির্দিষ্ট দূর পথে ইপ্সিত সম্রাট
ভ্রাম্যমান অবিরল
হঠাৎ বৃষ্টির মতো অস্থির ললাট
কুঞ্চিত স্বেদাক্ত সমতল
অনির্দিষ্ট দূর পথে বনানীর শোক
কখনো চোখের জলে প্রাচীন অশোক
কখনো অরণ্য চিরে নিটোল নগ্নতা
ভ্রাম্যমান অবিরল।

জলতরঙ্গের শিহরণ

হ্রদের বুকের মধ্যে সমুদ্রের ডাক
নিবিড় নিশ্বাস দিয়ে মুছে নিতে হয়
মুছে নিতে হয়······কিছু ঘুম
······কিছুটা বা ঘুমন্ত মাছের মুখ
বহুদিন আগে ফেলে আসা জলস্তম্ভ
কিছুটা ঘুমের মতো ভাসে
কিছুটা বা গভীরতা নিখাত ভূতল জুড়ে
শুয়ে থাকে নীচে
হয়তো বা হ্রদের বুকের মধ্যে ঘুমন্ত মাছের
ছায়ামুখ ভেঙে ভেঙে
জলতরঙ্গের শিহরণ।

কোথায় লুকিয়ে আছ ?   কোন বনতলে ?

নীলিমার এত কোমলতা মাঠ বরাবর দৌড়ে গেলে
গোধূলি অধীর পায়ে এসে ব'লে দেয়—
কোথায় লুকিয়ে আছ ?   কোন বনতলে ?
কোন বনতলে স্বপ্নচোখ ঘুম নিয়ে ব'সে থাকে
সজল দর্পণে নিবিষ্ট সম্রাজ্ঞী ডুবে যায়
ডুবে যেতে থাকে
ডুবে যেতে থাকে বনতলে অবান্তর জলছবি
দিগন্ত পেড়িয়ে দৌড়ে যায়   এত কোমলতা
চেনা চেনা   জানা জানা
অথচ, নির্বাসন ছাড়া কিছুই যায় না জানা

বনতলে শিহরণ বহুক্ষণ ছায়ার ভিতর
(হ'তে পারে শিহরণ অসম্পূর্ণ কিছু)
তবুও গোধূলি আসে   এসে বলে দেয়—
কোথায় লুকিয়ে আছ ?   কোন বনতলে ?

একি গঙ্গা ? একি প্রবহমানতা ?

একি গঙ্গা ? একি প্রবহমানতা ?
ভেসে যাওয়া ঢেউ ধ'রে একক আত্মায়
জল হ'য়ে ছুটে যায়
অস্পষ্ট জলের ছায়া
অস্পষ্ট চলার ছায়া
নিজের নামের ছায়া নিয়ে
কিছুটা ডুবিয়ে দিলে মগ্ন থাকে নাতো

সমর্পিত জল নিয়ে একি গঙ্গা ?
দু হাতে জড়িয়ে পর্যটন তুলে নিলে
জলের গা বেয়ে নেমে আসে
খানিক সময়
প্রশ্নের গা বেয়ে নামে প্রশ্নের অতীত আর কিছু
প্রশ্নাতীত অনেক সংকেত একি গঙ্গা ?
নিজের শরীরে গভীরতা জমা রাখে
জমা রাখে লুন্ঠিত পিপাসা
একি প্রবহমানতা ?
ভেসে যাওয়া ঢেউ ধ'রে একক আত্মায়
জল হ'য়ে ছুটে গেলে… .
তরল ছায়ায় মগ্নস্বর জেগে ওঠে
সঙ্গম পেরোতে হ'লে আর কত বাকী ?

ক্রান্তি মুহূর্তের কবিতা
ও
অন্যান্য

তবে কি……

তবে কি পিঙ্গল বুকে অবলুপ্ত দূর প্রতিধ্বনি
তবে কি স্তিমিত চোখে সাক্ষীহীন মগ্ন বেলাভূমি
প্রতিটি ঢেউ এর রোল অশ্রুজাত ক্ষীণ স্বরধ্বনি
ধীরে ধীরে অন্তর্হিত সেদিনের সংহত মৌসুমী

তন্দ্রার গভীর চিরে ঘুমাবেগে কায়া থেকে ছায়া
নক্ষত্র রহস্যদ্বীপে পরবাসী।   তবে কি সন্ধ্যার
অবরোধে অন্ধকারে নিমজ্জিত কল্পতরী মায়া
আদিঅন্ত অন্ধকারে ক্রমাগত নিদ্রার প্রসার

তবে কি বাঁকানো রেখা দূরছায়া উড়ন্ত ডানায়
বৃত্তের পরিধি খোঁজে দিকে দিকে গাঢ় নীলিমায়
তবে কি স্বল্পায়ুরেখা খুঁজে পায় অন্তিম ভূমিকা
তবে কি গহনবনে অন্ধকারে জড়ানো শিবিকা
অন্তিম সাক্ষীর দৃশ্যে মহাকালে পাষাণ শর্বরী

·· সূর্যাস্তরেখায় চেয়ে থাকে অর্থহীন সূর্যঘড়ি।

সব যুগ অবসানে

সব যুগ অবসানে অমোঘ চোখের জল জানে
অবাক চোখের জলে সূর্য টলোমলো। ইতিহাস লুপ্তটানে
করুণ ক্রসের দাগ দূর অতিদূর চলে যায়
কাল শুধু একা একা অতল শূন্যের তলে তলানি কুড়ায়

কখন অলক্ষ্যে সরে শ্বাস কাঁপা সংক্ষিপ্ত নিশ্বাস
সুপ্তিগর্ভে ধূপশিখা লুপ্তকায়া মগ্ন প্রতিভাস
নরম নিস্বন হয়ে মিশে যায় প্রতীক ছায়ায়
তীর ডোবা অশ্রুজলে জলচ্ছবি এলোমেলো কুটিল রেখায়

যুগচক্রে ঊর্ধ্বশ্বাস মহাকাশে সময়জঙ্গম
শূন্য থেকে মহাশূন্যে লুপ্তদৃশ্যে ছায়াসার স্মৃতির বিভ্রম
দূরের দিগন্ত স'রে গেলে···মুখোমুখি অনন্ত বিয়োগ
অনেক মার্জনা নিয়ে হিমসুপ্ত নির্বাপিত চোখ।

সূর্যডোবা গাঢ় জলে

সূর্যডোবা গাঢ় জলে আলোড়িত আদিম বিষাদ
মহাশূন্যে লুপ্ত পথে চৈত্যস্মৃতি টেনে নিয়ে যায়
সময়ের গাল বেয়ে আবছা জলের ভিজে স্বাদ
ঢেউহীন স্তব্ধতার পিপাসা মেটায়

গভীর প্রার্থনা হয়ে একলা পাখীর বোবাস্বর
একফোঁটা অশ্রু হয়ে ঝরে গাঢ় অন্ধকার জলে
কত কথা কত কাজ ছিল……কোথায় গিয়েছে চলে
গভীর রাত্রির গানে নিষ্পলক নীরব প্রহর

চোখ বুজে আসে ছায়াপাখী বটগাছে ডানা ঝাড়ে
নিঃসীম রাত্রির মন্ত্রপাঠে শ্রান্ত পুরোহিত সব
ঘুমে আছে· স্থির অচেতন নির্জন নদীর ধারে
কিছু দূরে সমাধিতে স্তব্ধ অনুভব।

বাগানে আমার

উড়ন্ত নেকড়ে ডানা ঝাড়ে
শতো শতো
কালোছায়া নেমে পড়ে
বাগানে আমার
ছত্রীসেনার মতো
(সবুজ পাখীর নাচ ছিল কি কখনো
ঠাওর পাইনি কালের অন্ধকারে)
এ যে দেখি শিশুহাড়
ছড়ানো বিছানো
চারিদিকে শবাধার
আনাচেকানাচে শকুনের গান
ইঁদুর বিবরে মরে
শুকনো বোঁটায় গৈরিক আহ্বান
বাগানে আমার।

সমাপ্তি

শতো শতো ঘূর্ণি ঝড়
অবশ স্নায়ুর ভারে   নুয়ে পড়ে
সমুদ্র গহ্বর থেকে
উঠে আসা নৈঃশব্দের বুকের উপরে
আলুথালু বাতাসের সকল স্পন্দন
স্থির হ'য়ে এলে
প্রতি ঘরে আলো নেভে
প্রতি কথা মিশে যায়
পাথরের ঘুমের ভিতরে
সব ক্রোধ বোবা শ্বাস
বাঁকাচোরা সরু পথে
অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে   চলে যায়
সুদূরের অস্পষ্ট ছায়ায়।

শেষ প্রশ্ন কাঁপে

ঘাসের পাতার চোখে শিশিরের জল
অশ্রুর আবেগে প্লাবনের পতাকা নাড়ে
চন্দ্র সূর্য তারাদের কবরের নীচে ঠাঁই আজ
ঠোকাঠুকি হাড়ে হাড়ে
অনেক আঁধার বিস্ফারিত চোখ মেলে
মুঠোমুঠো দ্যুতি ছোঁড়ে পৃথিবীর গায়ে
চোখের কোটর থেকে উঠে আসা
আলোর কঙ্কাল
অরণ্যের এঁদোগলি ঠেলে
নিঃসঙ্গ সাপের মতো
চলেছে বাঁকানো পথে
ক্লান্তিভারানত পায়ে

স্থবির চিন্তার
আড়ষ্ট আবেগ
রন্ধ্রখোঁজা উকুনের মতো
মিশকালো চুলের শিবিরে
থোকাথোকা নড়ে
শেষ প্রশ্ন আজ কেঁপে ওঠে
শঙ্কিত বিদ্যুতের মতো
থরে থরে
জলমতি মেঘের পাহাড়ে।

ক্রান্তি মুহূর্তের কবিতা : ১

বড়ো দীর্ঘ পথ   চড়াই উৎরাই
সন্ধ্যার দাঁতে যাত্রার গতি টুক্‌রো টুকরো ছন্দহীন
বড়ো দীর্ঘ অবেলায় ফালাফালা চেতনার রেখা
হিজিবিজি অস্পষ্ট করুণ
ধূলোময় পথে পথে যূথভ্রষ্ট চিকন চেতনা
কালচক্রে পথে পথে
নাভিচ্যুত কালীঘাটে
বিগ্রহের চোয়াল ভেঙে মুখের গহ্বরে
গাল দুটো ঢুকে গিয়ে চুমু দিতে চায়
অনেক তীর্থের জলে   মিশরের নীলে
ব্রোঞ্জের পাথর নির্বিকার পিরামিড

বড়ো দীর্ঘ দিনে   বড়ো দীর্ঘ পথে
ভগ্ন ক্ষুর স্তব্ধ হ্রেষা
নিহত ঘোড়ার পাশ দিয়ে
ধূসর সংকেতগুলি সারি দিয়ে যায়

শূন্য মন…বোধ নেই
পাইভটহীন জীবন শূন্যে ঝোলে
অসার জিভের নার্ভে
স্বর্গের দুধের স্বাদ   প্রবল বিস্বাদ
নিটোল পাছার তাল স্তনের কাঁপন
ধীরে ধীরে স্তরীভূত স্থির অচেতন

কতোকাল কতো পথে ঘোরা
একটু জলের আশা একটু নিশ্বাস
ভেড়ার লোমের মতো পাকানো শরীরে
ঘুরে ফিরে মরে
বোবা নালা অবিন্যস্ত হাহাকারে
আজানের সুর খোঁজে নিহত ডোবার
বুকের ভিতরে।

ক্রান্তি মুহূর্তের কবিতা : ২

প্রচণ্ড কম্পনে নিভে যায় পৃথিবীর
বুকের মশাল
লণ্ডভণ্ড পাঁজরের হাড়
কাটারিবিদ্ধ কণ্ঠনালীর বীভৎস চিৎকার
বাতাসের গলা থেকে ঝরে
ঈথারের ধমনীতে কম্পিত বিদ্যুৎ
দিশেহারা হ'য়ে পড়ে

প্রচণ্ড কম্পনে ধ্বসনামা পৃথিবীর
বিধ্বস্ত কঙ্কাল
খুলে দেয় পাতালের সকল কপাট
ছুটে আসে কাতারে কাতারে
গর্ত থেকে উত্থিত কয়লার মতো
অসংখ্য ময়াল
গলিত শবের গন্ধে প্লাবিত ব্রহ্মাণ্ড
দারুণ ধিক্কার দিয়ে মিথ্যা বিধাতারে
আশ্রয় খুঁজে চলে শিয়ালের মাথার ভিতরে
নারকী কীটের পাল কোটরে কন্দরে
সূক্ষ্ম বস্ত্র কাটে
কষ্টিপাথরের লজ্জা গ'লে
কর্দমাক্ত রাস্তাঘাটে
ধূসর করেছে চিন্তার পরাগে
দূষিত বায়ুর মতো

প্রচণ্ড কম্পনে
কক্ষচ্যুত প্রাণের স্পন্দন
খ'সে পড়ে প্রাগৈতিহাসিক রাত্রির গহ্বরে
ছায়াপথে রক্তাক্ত স্খলনে
ছত্রভঙ্গ সকল প্রত্যয়
ক্ষয়িষ্ণু সততা মেঘের জঠরে
পুড়ে ছাই হয়
পুলকিত বজ্রের অঙ্গারে
ছায়াপথে তরল ইচ্ছার ভ্রূণে
সঞ্চারিত কর্দম পুত্তলি
কালো কালো ইসারায় উচ্চকিত বন্য যুগান্তরে
কীটদষ্ট নীতিবোধ
নিষ্পেষিত নাভিশ্বাসে
পলায়নপর উদভ্রান্ত তারাদল
বার বার পদানত ফ্যাকাসে ক্রন্দনে
পাতালের সৌখিনপ্রাসাদে
কুটিল স্নায়ুব তরল বিন্যাস
অন্তহীন আকুতি জানায়
পুলকিত কোষে কোষে
ক্ষয়িত সূর্যের বিষণ্ণ কিরণে
ছায়াময় মোজায়েক থেকে
চকমকে ঢেলা ছোঁড়ে মোহিনী কালিমা
ধূসরিত মাটির শরীরে

প্রচণ্ড কম্পনে
ঝাউগাছ সনাতন
ওপড়ানো চোখের মতন
অন্ধকারে ভেজান মাটিতে
তুষারশীতল দৃষ্টি তুলে ধরে

তালিমাড়া জরিষ্ণু পোষাকে
জীর্ণ বাক্যে বেদান্ত কোরাণ
ভূকম্পের ক্ষুধার্ত জঠরে
ঢুকে প'ড়ে শায়িত নিষ্প্রাণ
মাড়ান ফুলের মতো
ম্রিয়মান সমাধিতে

ক্রান্তি মুহূর্তের কবিতা : ৩

সায়াহ্নের ঘণ্টাধ্বনির বিষণ্ণ আলাপ
ময়লাবোঝাই কানের গহ্বরে
সুরঙ্গ খুঁজে চলে
পড়ন্ত সূর্যের রক্তের ঢেলা
মাথার ভিতরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
স্যাডিস্টের বল্লমের মতো
বিষম আঘাত করে
ঘুমন্ত নার্ভের শিরায় শিরায়
ধারালো বিদ্যুৎ কাঁপে
ধীরে ধীরে দেয়ালার নিভৃত শয্যার
কোমল স্পর্শ উড়ে যায়
দূরের পাখীর মতো অস্পষ্ট ছায়ায়

চোখের কোটর থেকে
গণ্ডারের চামের ঠুলি ঠেলে
এ জোনাকিআলো
লক্ষ বছরের ঘুম কেটে কেটে
ছিট্‌কে পড়েছে ক্ষণিকের অবসরে
শ্মশানের নিঃসঙ্গ গোলাপ থেকে
উঠে আসা হু-হু করা হাহাকারে
এ জোনাকিআলো
নিমেষে চলেছে ছুটে
বিস্ফোরিত অন্ধকারে
চারিদিকে ধ্বসে যাওয়া

বাহান্ন

বাড়ীঘর ধূসর দেয়াল
পিছে ফেলে রেখে
চলেছে ছুটে
সন্ধানী দৃষ্টি তুলে
ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া চিন্তার কঙ্কাল
নেপথ্যে কাতারে কাতারে
কেঁপে কেঁপে ওঠে
ক্লান্তিহত স্মৃতির বেদীমূলে,

শ্মশানের শূন্য কলসীর
বীভৎস হাহাকার
রাতের আকাশে
একমুঠো নীল হ'য়ে মেশে
চারিদিকে অরণ্যের স্বর
অতীতের ইডেনের ঠাঁটে
আজকের শ্মশানের মাঠে
নীরব শ্লোগানে
জানায় তাদের দাবী—জোনাকির কাছে
চক্চকে নিয়নের স্খলিত হাসি
নিরেট কান্না হ'য়ে মিশে যায়
সর্বভুক্ রাতের শরীরে
স্বল্পায়ু জোনাকির আলো
অতীতের লাসের পাহাড়ে
বিস্ময়ের চরাই ভেঙে
হাজির ঘোষণা করে
অনন্ত শূন্যের পারে।

তবুও জীবন নিয়ে

তবুও জীবন নিয়ে ঘনিষ্ঠ চিবুকে
উড্ডীন বায়ুর স্বাদ জেনে নিতে হবে
আসলে জীবন নিয়ে স্তম্ভলিপি এঁকে দিতে হবে
আধশোয়া সিঁড়ির সুমুখে

হালকা বায়ুর সাথে ধীর ছলাকলা
জীবনে জীবন রেখে টুংটাং ক'রে যেতে হবে
চিবুকে চিবুক রেখে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যেতে হবে
মোহ ভেঙে পিছুটান আধশোয়া সিঁড়ির জটলা

তবুও জীবন নিয়ে ঋতুর নির্যাস
পরিশ্রুত জননের চিহ্ন অফুরান
দুচার রেখায় শুধু এঁকে দিতে হবে
অবোধ উচ্ছ্বাসাবৃত নিটোল ভেনাস।

এক নদী থেকে আরেক নদীর তীর থেকে তীরে

এক নদীর থেকে আরেক নদীর তীর থেকে তীরে
শ্রুতিময় ভল্লা হোয়াংহোর বেহাগ আতর
দূরশ্রুত ঈশ্বরের স্বর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে একেকটি আর্তনাদ
সুরের বিন্যাসে ক্রমে গান হয়ে ওঠে
এলোমেলো কত স্রোত কত বৃত্ত কত কেন্দ্র ঘিরে
যৌগিক নিয়মে দ্বিতীয় পৃথিবী ফোটে

হুগলীর ক্ষীণস্রোতে বিস্ফারিত পলির বিস্ময়
এক খাত থেকে অন্য খাতে ক্রমে লঘু হয়ে আসে
নোতুন বৃষ্টির জলে দৃপ্ত বরাভয়
নোতুন স্রোতের বেগে······চরৈবেতি গূঢ় অভিলাষে
প্রজননসূত্র ছিঁড়ে ভিন্নসূত্রে স্বপ্নের রচনা
প্রসারিত উদ্দীপনে প্রতিশ্রুত নোতুন দ্যোতনা

গঙ্গার অস্নিগ্ধ জলে স্নিগ্ধতার ঋদ্ধ পরিপাটি
প্রশান্তিতে সমর্পিত সব জলোচ্ছ্বাস
সমুদ্র সংগম চিরে সংবিৎ নির্ধাস
স্রোতে স্রোতে খুঁজে পায় ব-দ্বীপের মাটি।

অখণ্ড উত্তাপ

কেমন সবুজ ধ'রে জড়িয়ে রয়েছে প'ড়ে পৃথিবীর তল
কেমন আসন্ন তাপে মগ্ন হয় ঘাসের শরীর
মাটির উত্তাপ বুকে নিয়ে……উন্মুখ প্রভাত
সূর্য ভেঙে স্থান পায় মনীষার অমেয় কণায়
উত্তল প্রাণের উন্মীলনে উদ্ধত শঙ্খের স্বর
সজল মাটির অবতলে
অখণ্ড উত্তাপ হ'য়ে দোলে
মাটিতে মাটির শব্দ
নিঃশব্দে দোলানো তাপে জাগায় ফসল
মাটির নিবিড় ব্যথা
অখণ্ড উত্তাপ হ'য়ে
সজলতা ছেড়ে দিয়ে উঠে আসে
উঠে আসে উদ্বেল নিশ্বাস
পৃথিবীর তল ঘুরে অখণ্ড উত্তাপ
ঘাসে ঘাসে দৃঢ় হয় দৃঢ় হয় ডাগর মাটিতে
কঠিন মুঠোয় প্রতিশ্রুতি দৃঢ় হয়
তৃণময় তাপ দিয়ে মুছে নিতে হয়
সমস্ত শরীর

প্রতিশ্রুত তৃণদল দীর্ঘ আলশেষে
মাটির উত্তাপে মিশে গেলে
আসন্ন তাপের থেকে জেগে ওঠে স্বর
'তুমি কি মাটির উত্তাপ নিয়ে মেশাও শরীরে ?
তুমি কি মাটির অধিবাসী ?'
কেমন চোখের জল মাটির উত্তাপ পেয়ে
জাগায় ফসল
সূর্যের মন্থনে তাপময় তৃণদল
ধ'রে আছে রৌদ্রের মোচন
বাঁচার উত্তাপ ধ'রে আছে নিজের গোপন মাটি।